

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯ সালের ৪র্থ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ :	০৯ মে, ২০১৯
সময় :	বেলা ১০-০০ টা
স্থান :	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি :	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক, এসজিপি, বিজিবিএম, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।
উপস্থিতি :	সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট- 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

- আলোচ্যবিষয়-১:** ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়ীকরণ।
আলোচনাঃ গত ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালের ৩য় বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য গুণ ক্যাপ্টেন মোঃ আসাদুল করিম, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি, অধিনায়ক, বিএএফ বেস বাশার, ঢাকা সেনানিবাস ২০১৯ সালের ৩য় বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সমর্থন করেন।
সিদ্ধান্তঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯ সালের ৩য় বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।
- আলোচ্যবিষয়-২:** মার্চ, ২০১৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।
আলোচনাঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মার্চ, ২০১৯ মাসে বিভিন্ন খাতে ৭৯,৩৭,৩২১/- (উনআশি লক্ষ সাইত্রিশ হাজার তিনশত একুশ) টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এর মধ্যে গৃহকর বাবদ ২২,৪৪,৩৩৫/- (বাইশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা, দোকান ভাড়া বাবদ ২২,০২,২৭৪/- (বাইশ লক্ষ দুই হাজার দুইশত চুয়ান্তর) টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৩৪,৯০,৭১২/- (চৌত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার সাতশত বার) টাকা। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ১৭,৭২,৭৩,০০০/- (সতের কোটি বাহাত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত রিবেটসহ আদায় হয়েছে ২২,০৩,২৫,৩৭৬/- (বাইশ কোটি তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত ছিয়াত্তর) টাকা, যা মোট দাবীর ১১৯.৭৭% হলেও আদায়কৃত গৃহকরের হার ৯২.৫৫%। বর্তমান অর্থ বৎসরের এখনও ০২ মাস বাকী। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহকর আদায়ের হার ১০০% অতিক্রম করবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।
সিদ্ধান্তঃ ২.১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
২.২। ক্যান্টনমেন্টে বোর্ডের আওতাধীন সকল এলাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লকে বিভক্ত করে প্রতি ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা টিম গঠন করতঃ হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট করে আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে।
২.৩। সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন নগদে রশিদের মাধ্যমে গ্রহণের পরিবর্তে ব্যাংক/টি-ক্যাশের মাধ্যমে আদায়ের উদ্যোগ নিতে হবে।
- আলোচ্যবিষয়-৩:** মার্চ, ২০১৯ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।
আলোচনাঃ মার্চ ২০১৯ মাসে স্থানীয় আয়ের উৎস হতে মোট ২,০০,৪৩,৩৬৪/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ হাজার তিনশত চৌষট্টি) টাকা আয় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ মার্চ, ২০১৯ মাসে সর্বমোট আয় ৩,৪২,৮৩,৬৩৬/- (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তিরিশি হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টাকা। অপরদিকে মার্চ ২০১৯ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৩,৮৬,০৭,৩৬১/- (তিন কোটি ছিয়াশি লক্ষ সাত হাজার তিনশত একষট্টি) টাকা।
সিদ্ধান্তঃ মার্চ, ২০১৯ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো। আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিমণবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাটসমূহ নামজারী অনুমতি প্রসংগেঃ-

ক্রঃ নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র/ রেজিস্ট্রিকৃত হেবাদলিল মূলে	বিক্রয়/ হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং- ৩০/ই, ফ্ল্যাট নং-সি/৪(৫ম তলা), রোড নং-৫(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস রোখাইয়া ওরফে বুকাইয়া ফতেহ আলী, স্বামী- মরহুম ফতেহ আলী, বাড়ী নং-৩০/ই, রোড নং-৫, (নাজির রোড) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) মোঃ আব্দুল মান্নান, পিতা-মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম-ডুমুরিয়া, পোঃ-অমৃতনগর, থানা- কালিয়া, জেলা-নড়াইল	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে	১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ প্লট নং- ৩০/ই/ফ্ল্যাট নং-সি/৪/(৫ম তলা)/২৪ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৫৮৪ বঃফুঃ (কমবেশী) ০১ টি ফ্ল্যাট, বেজমেন্টে ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।
২.	বাড়ী নং- ৭২, ফ্ল্যাট নং-এ/৫, রোড নং-৬ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬।	মিসেস জিনাত সুলতানা, স্বামী- মেজর (অবঃ) মোঃ কবির উদ্দিন (জনাব আলী ইরতেজা, পিতা-শেখ হাসমত আলী এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং- এ/৫, রোড নং-৬ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬।	মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-৫/সি, রোড নং-৬, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে	২৫ জুলাই ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ প্লট নং- ৭২/ফ্ল্যাট নং- এ/৫/ ২৮ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৫৪৮ বঃফুঃ (কমবেশী) ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।
৩.	বাড়ী নং- ২৯, ফ্ল্যাট নং-এ/৪, (৫ম তলা) রোড নং-৪ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬।	মিসেস শাহীন কাওছার স্বামী-মোঃ শাহ আলম বাড়ী নং-২৯, ফ্ল্যাট নং-এ/৪(৫ম তলা), রোড নং-৪ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা, পিতা-মোহাম্মদ আমীন উল্লা ও (২) তাবাসসুম ফারুকী, স্বামী-মোহাম্মদ মানিক মিঞা, বাড়ী নং-২৩/বি, ফ্ল্যাট নং-২০৪, রোড নং- ৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস তারিখ- ২৮/৩/২০১৯	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে	০২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ প্লট নং- ২৯/ফ্ল্যাট নং- এ/৪/(৫ম তলা)/ ১৯৮ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৬৪ বঃফুঃ (কমবেশী) ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।
৪.	বাড়ী নং- ১৫/এ, ফ্ল্যাট নং-১/বি(২য় তলা উত্তর-পশ্চিম) রোড নং-৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬	মিসেস বারেরা খাতুন স্বামী-মরহুম খোরশেদ উদ্দিন আহমেদ বাড়ী নং-১৫/এ, রোড নং-৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	লেঃ কমান্ডার শাহরীয়ার হামিদ রসুল, পিতা- শওকত রসুল, ইনস্ট্রাকটর, বিপসট, রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট, গাজীপুর। তারিখ- ২৮/৪/২০১৯	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে	১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ প্লট নং- ১৫/এ/ফ্ল্যাট নং-১/বি/(২য় তলা উত্তর-পশ্চিম)/২৪ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৮০০ বঃফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

৫.	বাড়ী নং- ৬৬/সি, ফ্ল্যাট নং- বি/৫, রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬	জনাব তানভিরুল হক প্রবাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ মিসেস হাসিনা রহমত এর নিযুক্তীয় আম- মোক্তার)গগণ শিরিষ(৩য় ও ৪র্থ তলা) ৭৬ এবং ৭৬/১, পাথপথ, ঢাকা-১২১৫।	(১) প্রফেসর ড. মোঃ শাহ ই আলম, পিতা-মরহম আব্দুল মান্নান মৃধা ও (২) মিসেস ফারজানা রউফ, স্বামী প্রফেসর ড. মোঃ শাহ ই আলম, বাড়ী নং-৬৬/সি, ফ্ল্যাট নং-বি/৫(৬ষ্ঠ তলা উত্তর), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-২৮/৪/২০১৯	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে	৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/ প্লট নং- ৬৬/সি/ফ্ল্যাট নং-বি/৫(৬ষ্ঠ তলা উত্তর)/২৮ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২২৭২.১২ বঃফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ নেই। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৩৭৫ বঃ ফুঃ জমির দখল ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে হলফনামা প্রদান করেছেন।
----	---	--	--	--	--	---

আলোচনাঃ

৫.১। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩০/ই নং প্লটের ৬৮৮৫ বর্গফুট বা ৯.৫৬ কাঠা ভূমির উপর নির্মিত ০৭(সাত) তলা বাড়ীর ৫ম তলার ১৫৮৪ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট সি/৪ নং ফ্ল্যাট, বেজমেন্ট ০১(এক)টি কার পার্কিং(পার্কিং নং-পি-১৫) এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৩০/ই/ফ্ল্যাট নং-সি/৪/৩৯ নং পত্রের মাধ্যমে রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) মোঃ আব্দুল মান্নান, পিতা-মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-ডুমুরিয়া, পোঃ-অমৃতনগর, থানা-কালিয়া, জেলা-নড়াইল এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) মোঃ আব্দুল মান্নান, পিতা-মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

৫.২। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭২ নং প্লটের ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা ভূমির উপর নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ১৫৪৮ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ/৫ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ২৫ জুলাই ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৭২/ফ্ল্যাট নং-এ/৫/২৮ নং পত্রের মাধ্যমে মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি (অবঃ), পিতা-মরহম মোঃ ফজলুর রহমান, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-৫/সি, রোড নং-৬, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক মিসেস জিনাত সুলতানা, স্বামী-মেজর (অবঃ) মোঃ কবির উদ্দিন (জনাব আলী ইরতেজা, পিতা-শেখ হাসমত আলী এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি (অবঃ) রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

৫.৩। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৯ নং প্লটের ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা ভূমির উপর নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ১৯৬৪ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ/৪ (৫ম তলা নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ১৪ মে ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৯/ফ্ল্যাট নং-এ/৪/(৫ম তলা)/৭২ নং পত্রের মাধ্যমে (১) জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা, পিতা-মোহাম্মদ আমীন উল্লা ও (২) তাবাসসুম ফারুকী, স্বামী-মোহাম্মদ মানিক মিঞা, বাড়ী নং-২৩/বি, ফ্ল্যাট নং-২০৪, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক মিসেস শাহীন কাওছার, স্বামী- মোঃ শাহ আলম খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিকদ্বয় (১) জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা, পিতা-মোহাম্মদ আমীন উল্লা ও (২) তাবাসসুম ফারুকী, স্বামী-মোহাম্মদ মানিক মিঞা রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁদের নামে নামজারী করার জন্য ২৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

৫.৪। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩ নং রোডের ৬৫২৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১৫/এ নং প্লটের মালিক মিসেস রাবেয়া খাতুন, স্বামী-মরহুম খোরশেদ উদ্দিন আহমেদ। উক্ত প্লটে ডেভেলপার কর্তৃক ০৭(সাত) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত বাড়ীর প্লট মালিকের অংশের ২য় তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ১৮০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১/বি নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্থান, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃপ্লট নং-১৫/এ/ফ্ল্যাট নং-১/বি/(২য় তলা উত্তর-পশ্চিম)/২৪ নং পত্রে লেঃ কমান্ডার শাহরীয়ার হামিদ রসুল, পিতা-শওকত রসুল এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে রেজিস্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক মিসেস রাবেয়া খাতুন কর্তৃক খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতা লেঃ কমান্ডার শাহরীয়ার হামিদ রসুল, পিতা-শওকত রসুল এর নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই

৫.৫। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬/এ নং রোডের ৫৪৪৫ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ৬৬/সি নং প্লটের মালিক মিসেস হাসিনা রহমত। উক্ত প্লটে বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেড ডেভেলপার কোম্পানী কর্তৃক ১১ টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। ডেভেলপার অংশের ৬৬/সি নং প্লটে নির্মিত ০৭ তলা বাড়ীর ৬ষ্ঠ তলার উত্তর পার্শ্বের ২২৭২.১২ বর্গফুট বিশিষ্ট বি/৫ নং ফ্ল্যাট নিচতলায় ১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ২৬ জুন ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃপ্লট নং-৬৬-সি/ফ্ল্যাট নং-বি/৫(৬ষ্ঠ তলা উত্তর পার্শ্ব)/৪১ নং পত্রে (১) প্রফেসর ড. মোঃ শাহ-ই-আলম, পিতা-মৃত আব্দুল মান্নান মৃধা ও (২) মিসেস ফারজানা রউফ, স্বামী- প্রফেসর ড. মোঃ শাহ-ই-আলম এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমূলে রেজিস্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক জনাব তানভিরুল হক প্রবাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিল্ডিং ফর ফিউচার (মিসেস রাবেয়া খাতুন এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) কর্তৃক উক্ত ফ্ল্যাটটির খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতা দুয় এর নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক দুয় রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁদের নামে নামজারী করার জন্য ১৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৩৭৫ বর্গফুট জমি দখলে থাকায় নামজারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে প্লট মালিক এবং ফ্ল্যাট ক্রেতাগণ ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে তৈরী ফুল বাগান ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রয়োজনে ভেঞ্জে ফেলবেন মর্মে অজীকারনামা দাখিল করায় অন্যান্য ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি ও নামজারীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	প্লট ও ফ্ল্যাট নম্বর	নাম ও পিতা/স্বামীর নাম	মন্তব্য
১.	প্লট নং-৩০/ই, ফ্ল্যাট নং-সি/৪ (৫ম তলা), রোড নং-৫(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) মোঃ আব্দুল মান্নান পিতা-মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা	
২.	বাড়ী নং-৭২, ফ্ল্যাট নং-এ/৫, রোড নং-৬ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	মেজর মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি (অবঃ) পিতা-মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান	
৩.	বাড়ী নং-২৯, ফ্ল্যাট নং-এ/৪, (৫ম তলা) রোড নং-৪ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা পিতা-মোহাম্মদ আমীন উল্লা ও (২) তাবাসসুম ফারুকী স্বামী-মোহাম্মদ মানিক মিঞা	যৌথভাবে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায়
৪.	বাড়ী নং-১৫/এ, ফ্ল্যাট নং-১/বি/(২য় তলা উত্তর-পশ্চিম) রোড নং-৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-	লেঃ কমান্ডার শাহরীয়ার হামিদ রসুল পিতা-শওকত রসুল	
৫.	বাড়ী নং-৬৬/সি, ফ্ল্যাট নং-বি/৫, রোড নং-৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) প্রফেসর ড. মোঃ শাহ ই আলম পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান মৃধা ও (২) মিসেস ফারজানা রউফ স্বামী- প্রফেসর ড. মোঃ শাহ ই আলম	যৌথভাবে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায়

আলোচ্যবিষয়-৫:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬৬/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীসহ উত্তরাধিকারীসূত্রে ওয়ারিশগণের নামে নামজারীর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬৬/বি নং প্লটের ইজারাসূত্রে মালিক জনাব আব্দুল কাদির, পিতা-মৌলভী আব্দুল জব্বার। উক্ত প্লটে তিন তলা ভবন বিদ্যমান রয়েছে। জনাব আব্দুল কাদির গত ১৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে মৃত্যুসনদ এবং ওয়ারিশান সনদপত্রসহ উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি ০২(দুই) জন ওয়ারিশ যথা (১) মোছাঃ জামিলা বেগম, স্বামী-মৃত আব্দুল কাদির ও (২) জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদির, পিতা-মৃত আব্দুল কাদির এর নামজারী করার জন্য ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লটে ৪১০ বর্গফুট বরাদ্দের অতিরিক্ত জমির দখল ছেড়ে দিয়েছেন। উক্ত প্লটে বর্তমানে বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন জমি দখলে নেই মর্মে প্রকৌশল শাখা কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে ০২(দুই) জন ওয়ারিশের নামে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত ০৩(তিন) তলা বাড়ীসহ নামজারীর বিষয়ে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে তিনি উক্ত নামজারীর আবেদন বিবেচনাযোগ্য মর্মে মতামত প্রদান করেছেন।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬৬/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম ও পিতা/স্বামীর নাম	মন্তব্য
১.	মোছাঃ জামিলা বেগম, স্বামী-মৃত আব্দুল কাদির	
২.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদির, পিতা-মৃত আব্দুল কাদির	

আলোচ্যবিষয়-৬:

মহাখালী সদর এলাকার ৮৯১০ বর্গফুট বা ১২.৩৭৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৩৬ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীসহ উত্তরাধিকারীসূত্রে ওয়ারিশগণের নামে নামজারীর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ঢাকা সেনানিবাসস্থ মহাখালী সদর এলাকার ৮৯১০ বর্গফুট বা ১২.৩৭৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৩৬ নং প্লটের ইজারাসূত্রে মালিক মিসেস রেজিয়া শহীদুল্লাহ, স্বামী-এস এম শহীদুল্লাহ। উক্ত প্লটে দোতলা ভবন বিদ্যমান রয়েছে। মিসেস রেজিয়া শহীদুল্লাহ, স্বামী-এস এম শহীদুল্লাহ গত ০২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে মৃত্যুসনদ এবং ওয়ারিশান সনদপত্রসহ উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি ০৫(পাঁচ) জন ওয়ারিশ যথা (১) স্বামী- এস এম শহীদুল্লাহ, পিতা-এস এম হানিফ (২) পুত্র-জনাব শামীম মাহমুদ (৩) পুত্র-শেখ এম শাকিল (৩) কন্যা-শরিফা মাহমুদ মেহেদী ও (৪) কন্যা-সাবিনা মাহমুদ জামান এর নামজারী করার জন্য ৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ০৫(পাঁচ) জন ওয়ারিশের নামে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত দোতলা বাড়ীসহ নামজারীর বিষয়ে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে তিনি উক্ত প্লটের মূল মালিক মৃত্যুবরণ করায় তাহার উত্তরাধিকারদের নামে যৌথভাবে নামজারীতে কোন আইনগত বাধা নেই মর্মে মতামত প্রদান করেছেন।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে মহাখালী সদর এলাকার ৩৬ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম ও পিতা/স্বামীর নাম	মন্তব্য
১.	এস এম শহীদুল্লাহ, পিতা-এস এম হানিফ	
২.	জনাব শামীম মাহমুদ, পিতা-এস এম শহীদুল্লাহ	
৩.	শেখ এম শাকিল, পিতা-এস এম শহীদুল্লাহ	
৪.	শরিফা মাহমুদ মেহেদী, পিতা-এস এম শহীদুল্লাহ	
৫.	সাবিনা মাহমুদ জামান, পিতা-এস এম শহীদুল্লাহ	

আলোচ্যবিষয়-৭:

ইন্টারনেট@হোম লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোঃ রেজাউল করিম কর্তৃক মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

জনাব মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক, ইন্টারনেট@হোম লিমিটেড কর্তৃক মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি চেয়ে মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদের অনাপত্তি ছাড়পত্রসহ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/টিআরসি/৫৪/১২/২৬১ নং পত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.১০০. ০১.২৪.০৩.১৯ নং পত্রে ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য ইন্টারনেট@হোম লিমিটেড-কে অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাথে যথাযথভাবে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে এবং বোর্ডের যাবতীয় ফি পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৮:

মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-২৫৬০/২০১৮ (ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-বনাম- হাজী গোলাম মোস্তফা) এর রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ক্যাভিয়েট দাখিল ও শুনানীর নিমিত্ত কাগজপত্র উত্তোলন বাবদ মোট (৮০,০০০+১,০০,০০০) = ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকার ০২(দুই) টি বিল পরিশোধের নিমিত্ত অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টা ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত বিল পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে খাই গার্ডেন সংলগ্ন সিএস-৩১২ দাগের 'সি' শ্রেণীভুক্ত ০.০৫৪৪ একর বেখলীয় জমি উদ্ধার করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দখলে এনে ২১(একুশ) টি দোকান বিশিষ্ট ০৪(চার) তলা মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত জমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দখলে আনার ফলে মামলার উদ্ভব হয়। উক্ত মামলাটি মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং- ২৫৬০/২০১৮ (ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-বনাম- হাজী গোলাম মোস্তফা) এর রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ক্যাভিয়েট দাখিল ও শুনানীর নিমিত্ত কাগজপত্র উত্তোলন বাবদ অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টা ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে নিম্নোক্তভাবে বিল দাখিল করেছেনঃ-

ক্রঃনং	মামলা নং	বিচারাধীন কোর্ট ও মামলার বিবরণ	দাখিলকৃত বিলের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১.	২৫৬০/২০১৮	মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে(ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-বনাম- হাজী গোলাম মোস্তফা)	কাগজ পত্র দাখিল	১৫,০০০/-
			শুনানী	৮০,০০০/-
			বিবিধ	৫,০০০/-
			মোট=	১,০০,০০০/-
২.	২৫৬০/২০১৮	মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে (ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-বনাম-হাজী গোলাম মোস্তফা)	এডভোকেট অন রেকর্ড বাবদ	২৫,০০০/-
			ক্যাভিয়েট দাখিল	৫০,০০০/-
			বিবিধ	৫,০০০/-
			সর্বমোট =	১,৮০,০০০/-

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-২৫৬০/২০১৮ এর আইন খরচ বাবদ ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৯:

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পার্ক ব্লকের দোকান নং-০১ হতে ২৫ পর্যন্ত মোট ২৫(পঁচিশ) টি দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনঃবরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পার্ক ব্লকের ২৫(পঁচিশ)টি দোকান ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ১২/৩/১৯৮৯ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিলাম ডাকের মাধ্যমে ৩০(ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। দোকানসমূহের মেয়াদ ২১ মে ২০১৯ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। দোকানসমূহের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

ক্রঃনং	বরাদ্দলাভকারীর নাম	দোকান নং	ইজারা প্রদানের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	বর্তমান মাসিক ভাড়া
১.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	পার্ক/১	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
২.	সার্জেন্ট এম এ ওয়াহিদ	পার্ক/২	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৩.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান	পার্ক/৩	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৪.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	পার্ক/৪	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৫.	জনাব মোঃ রেজাউল হক	পার্ক/৫	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৬.	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	পার্ক/৬	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ	পার্ক/৭	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৮.	মিসেস হেলেনা খাতুন	পার্ক/৮	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
৯.	মিসেস মনোয়ারা বেগম	পার্ক/৯	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১০.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	পার্ক/১০	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১১.	জনাব এম এ রশিদ	পার্ক/১১	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১২.	মিসেস খালেদা বেগম	পার্ক/১২	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১৩.	মিসেস আনোয়ারা বেগম	পার্ক/১৩	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১৪.	জনাব এস এম হাবিবুর রশিদ	পার্ক/১৪	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১৫.	মিসেস আনোয়ারা বেগম	পার্ক/১৫	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১৬.	জনাব মোঃ নূর হোসেন	পার্ক/১৬	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
১৭.	মিসেস কাজী হোসনে আরা	পার্ক/১৭	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২৮৭/-
১৮.	জনাব কাজী লুৎফুর রহমান	পার্ক/১৮	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২৮৭/-
১৯.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পার্ক/১৯	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২৮৭/-
২০.	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম	পার্ক/২০	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
২১.	ক্যাপ্টেন এম এ বাশার	পার্ক/২১	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-

২২.	জনাব মোঃ সাঈদ আহমেদ	পার্ক/২২	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
২৩.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	পার্ক/২৩	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
২৪.	ক্যাপ্টেন নুরুন নবী	পার্ক/২৪	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-
২৫.	জনাব শেখ মোঃ রফিকুল ইসলাম	পার্ক/২৫	২২/৫/১৯৮৯	২১/৫/২০১৯	১২১০/-

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পার্ক ব্লকের উপরোল্লিখিত ২৫টি দোকান মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ হতে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা এককালীন অফেরতযোগ্য সালামীতে পুনঃবরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১০:
আলোচনাঃ

রজনীগন্ধা টাওয়ার পার্কিং ইজারার প্রাপ্ত দর ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ‘রজনীগন্ধা টাওয়ার কার পার্কিং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে জনাব মোঃ জাফর ইকবাল, পিতা-আমির হোসেন কর্তৃক দৈনিক ২৫,১৯১/- (পঁচিশ হাজার একশত একানকই) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয় এবং তাকে ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারা গ্রহীতা ১২ মার্চ ২০১৯ তারিখের আবেদন জানান প্রতিদিন ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকা হতে ১৯,০০০/- (উনিশ হাজার) টাকা খতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলে ইজারা পরিচালনা করা সম্ভব না বিধায় জমাকৃত জামানত এবং ০৩(তিন) মাসের অগ্রিম প্রদানকৃত ২৭,২০,৫৬৯/- (সাতাশ লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত উনসত্তর) টাকা ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দরপত্র আহবান করে পুনঃ ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ এবং পুনঃ ইজারা বাহাল হওয়ার তারিখ হতে বিদ্যমান ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইজারা গ্রহীতার নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং বিধি মোতাবেক যাবতীয় পাওনা আদায় করতে হবে। পরবর্তীতে উক্ত কার পার্কিং ০১ মে ২০১৯ তারিখে হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০৮(আট) মাসের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে ইজারার জন্য দরপত্র আহবান করা হলে ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মেসার্স সিনহান এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ-মোঃ মীর হোসেন সজিব কর্তৃক দৈনিক ৮,৫০৯/- (আট হাজার পাঁচশত নয়) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। প্রাপ্ত দরটি ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রেসিডেন্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে এবং মেসার্স সিনহান এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ-মোঃ মীর হোসেন সজিব-কে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ার পার্কিং ০১ মে ২০১৯ তারিখে হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০৮(আট) মাসের জন্য দৈনিক ৮,৫০৯/- (আট হাজার পাঁচশত নয়) টাকায় মেসার্স সিনহান এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ-মোঃ মীর হোসেন সজিব-কে ইজারা প্রদানের বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১১:

রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস নং-১ ও ২ এর মোট ২৮৬১ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্লোর ০২(দুই)টি জনাব মোঃ জাকির হোসেন পাটোয়ারী, প্রোঃ- ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার-কে ভাড়া প্রদানের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ‘রজনীগন্ধা টাওয়ার’ এর মোট ১৫৪ টি দোকান/স্পেস রয়েছে। উক্ত দোকান/স্পেস সমূহের মধ্যে ১১২ দোকান/স্পেস ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন যাবত ৪২টি দোকান/স্পেস খালি রয়েছে। উক্ত খালি দোকান/স্পেসসমূহ ইজারা প্রদানের নিমিত্তে বারবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পরও কোন আগ্রহী ক্রেতা না পাওয়ায় দোকানসমূহ মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ০১(এক) বছর মেয়াদে ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত দোকান/স্পেস ভাড়া প্রদানের নিমিত্তে স্থানীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস নং-১ ও ২ এর মোট ২৮৬১ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্লোর ০২(দুই)টি ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্রোঃ- জনাব মোঃ জাকির হোসেন পাটোয়ারী মাসিক ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ভাড়া এবং অগ্রিম জামানত (ফেরতযোগ্য) ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকায় ভাড়া নিতে সম্মতি প্রকাশ করে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, উক্ত মার্কেটের ৬ষ্ঠ তলায় আলোক ডায়াগনস্টিক সেন্টার উত্তর পার্শ্বের ৩৬১.৬২ বর্গফুট স্পেস ৫১,৭১,৫২৮/- (একান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত আটাশ) টাকায় ইজারা নিয়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষিতে একই ফ্লোরে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে একই ধরনের ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্পেস ভাড়া দেয়া হলে অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয় এবং আলোচ্য ২৮৬১ বর্গফুট স্পেস ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর প্রস্তাবিত ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ভাড়া এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জামানতে আলোক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভাড়া নিতে ইচ্ছুক হলে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস নং-১ ও ২ এর মোট ২৮৬১ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট স্পেস ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর প্রস্তাবিত ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ভাড়া এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জামানতে আলোক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভাড়া নিতে ইচ্ছুক হলে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১২: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে থাই গার্ডেন সংলগ্ন নবনির্মিত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটের দোকান ভাড়া পুনঃ নির্ধারণের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের থাই গার্ডেন সংলগ্ন (নন-এসি) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেটের ইজারা/বরাদ্দের নীতিমালায় ১৪ নং শর্তাবলীতে ১ম তলা (নিচ তলা) প্রতি বর্গফুট ৩০/- (ত্রিশ) টাকা, ২য় তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি বর্গফুট ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। উক্ত মার্কেটে মোট ২১ টি দোকান রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮টি দোকান ইজারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দোকান ইজারাগ্রহীতাগণ ভাড়া পুনঃ নির্ধারণের জন্য ২৯/৪/২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে জানান যে, বর্তমানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন কোন মার্কেটে প্রতি বর্গফুট ১২/- টাকার বেশী ভাড়া নির্ধারণ নেই। থাই গার্ডেন সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৬ দোকান বিশিষ্ট নন এসি মার্কেটের নিচতলা প্রতি বর্গফুট ৮/- হারে ভাড়া নেয়া হচ্ছে। আরও জানান যে, রজনীগন্ধা টাওয়ার ও মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স নিম্নোক্ত হারে ভাড়া নেয়া হচ্ছেঃ-

ক্রঃ নং	মার্কেটের নাম	তলা	ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	এসি/নন-এসি
১।	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট	-	১২/-	নন-এসি
২।	রজনীগন্ধা টাওয়ার	১ম ও ২য় তলা	৯/-	এসি
		৩য় ও ৪র্থ তলা	৮/-	এসি
		৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা	৭.৫০/-	এসি
৩।	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স	১ম ও ২য় তলা	৯/-	এসি
		৩য় ও ৪র্থ তলা	৮/-	এসি
		৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা	৭.৫০/-	এসি
		তদুর্ধ্ব	৭.০০	এসি

‘ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেট’ সেনানিবাসের ব্যস্ততম এলাকায় প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত বিধায় মাসিক ভাড়া নিচতলায় ২০/- (বিশ) টাকার কম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে থাই গার্ডেন সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নবনির্মিত ‘ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেট’ এর তলা ভিত্তিক ভাড়ার হার নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	তলা	ভাড়ার হার (টাকা)
১.	নিচতলা (১ম তলা)	২০/- (বিশ)
২.	দ্বিতীয় তলা	১৯/- (উনিশ)
৩.	তৃতীয় তলা	১৮/- (আঠার)
৪.	চতুর্থ তলা	১৭/- (সতের)

আলোচ্যবিষয়-১৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের বরাদ্দকৃত দোকানসমূহের ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মওকুফ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দ ফি ২৫% এর পরিবর্তে ১০% নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএল্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেসের ইজারা বিষয়ে দোকান/স্পেসসমূহের ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ আগামী ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মওকুফ এবং দোকান/স্পেসসমূহের মেয়াদ ১০(দশ) বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় পর পরিশোধিত মোট সালামীর উপর নির্ধারিত নবায়ন ফি ২৫% এর স্থলে ১০% নির্ধারণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর বরাদ্দকৃত দোকানসমূহের ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মওকুফ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের পর পরবর্তী ১০ (দশ) বছর মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দ ফি ২৫% এর পরিবর্তে ১০% নির্ধারণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

- আলোচ্যবিষয়-১৪: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৬ষ্ঠ তলার ৭ ও ৮ নং দোকানের জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনাঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৬ষ্ঠ তলার ০৭ ও ০৮ নং দোকান ০২ (দুই) টির সর্বোচ্চ ডাককারী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম। উক্ত ডাক অনুমোদিত হওয়ার পর দোকান ০২ টির সমুদয় সালামী সমান ০৮ টি কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য অত্র দপ্তর কর্তৃক ২১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাক্যাবো/মিরঃ ডিওএইচএস/শঃকঃ/৬ষ্ঠ তলা ০৭ ও ০৮/০৭ নং পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে তিনি ০২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের আবেদনে জানান যে তাঁর একটি গুরুতর দুর্ঘটনার ফলে অনুমোদিত সালামী পরিশোধ করতে পারছেন না বিধায় ০২টি দোকানের জন্য জামানত বাবদ জমাকৃত ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এমতবস্থায়, উক্ত জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- সিদ্ধান্তঃ ইজারা ডাকের শর্তানুযায়ী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৬ষ্ঠ তলার ০৭ ও ০৮ নং দোকান ০২ (দুই) টির সর্বোচ্চ দর বাতিল করা হলো এবং জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্যবিষয়-১৫: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৪র্থ তলার ১০ নং দোকানটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনাঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৪র্থ তলার-১০ নং দোকানটি মিসেস সোহানী শোকরানা শরন, স্বামী-লেঃ কর্ণেল মোঃ আব্দুর রহমান, পিএসসি (অবঃ) দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৬,৮১,০০৪/- (ষোল লক্ষ একাশি হাজার চার) টাকার দর দাখিল করেন। উক্ত দরটি অনুমোদিত হওয়ায় সমুদয় সালামী পরিশোধ করেন এবং পরিশোধিত সালামীর উপর ১৫% ভ্যাট ২,৫২,১৫১/- (দুই লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত একান্ন) টাকা ও ৪% উৎসকর ৬৭,২৪০/- (সাতষট্টিহাজার দুইশত চল্লিশ) টাকার চালান সোনালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্পোরেট শাখায় জমা করে মূলকপি অত্র দপ্তরে জমা করায় দোকানটি তাঁর নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত দোকানটি তিনি (১) জনাব এ কে এম তৈয়ব আলী (২) জনাব আইয়ুব আলী (৩) জনাব এ কে এম এমরান আলী এবং (৪) জনাব এ কে এম মহসীন আলী, সর্বপিতা-মৃত এ কে এম আহম্মদ আলী, সর্বমাতা- মৃত সামসুন্নাহার, সর্বসাং- সেকশন- ১১, ব্লক-সি, রোড নং-১১, লাইন-৪, বাসা নং-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করার অনুমতি চেয়ে অত্র দপ্তরে ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে আবেদন করেছেন।
- সিদ্ধান্তঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৪র্থ তলার ১০ নং দোকান ইজারার যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্ধারিত হস্তান্তর ফি পরিশোধ সাপেক্ষে প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্যবিষয়-১৬: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কার পার্কিং ইজারা বাতিলের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনাঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ কার পার্কিং ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছর মেয়াদে দৈনিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে মোট ০৩(তিন)টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জনাব মীর হোসেন সজিব, পিতা- বেগলা হোসেন কর্তৃক দৈনিক ১০,৬০০/- (দশ হাজার ছয়শত) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয় এবং তাকে ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারার শর্তানুযায়ী জামানত বাবদ ৩,০০,০০০/-টাকা এবং ০৪(চার) মাসের সমপরিমাণ টোল ফি অগ্রিম ১২,৮২,৬০০/- (বার লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত) টাকা অত্র দপ্তরে জমা করেন। ইজারা গ্রহীতা ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের আবেদনে সরকারী ছুটির দিনগুলোর টোল ফি মওকুফ করা অন্যথায় ইজারা বাতিলের জন্য অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইজারা গ্রহীতার নিকট আগামী ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২,৩৬,৬০০/- (বাইশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা পাওনা হবে। তবে তিনি অত্র দপ্তরে মোট জমা করেছেন (১২,৮২,৬০০+ ৩,০০,০০০+ ৭,২০,৮০০) = ২৩,০৩,৪০০/- (তেইশ লক্ষ তিন হাজার চারশত) টাকা।
- সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কার পার্কিং ইজারা গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং ইজারার শর্তানুযায়ী জমাকৃত ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করতঃ ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনঃদরপত্র আহ্বান করে ইজারার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নতুন ইজারা গ্রহীতা নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ইজারা গ্রহীতা জনাব মীর হোসেন সজিব, পিতা- বেগলা হোসেন বহাল থাকবেন। উক্ত সময় পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের যাবতীয় পাওনা অগ্রীম হিসেবে জমাকৃত অর্থ হতে সমন্বয় করতে হবে। অবশিষ্ট অর্থ হতে ১০% বাজেয়াপ্ত করে বাকী অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৭: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বি/৫৭ নং দোকান খুলে দেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ গত ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৬ এর মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বি/৫৭ নং দোকান খুলে দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, পিএসসি এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়ঃ-

(ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের আর্মি কোটার বি/৫৭ নং দোকানের বর্তমান রেকর্ডীয় মালিক ল্যান্স নায়েক (অবঃ) মোঃ ফিরোজ মিয়া (৭/৫/২০১৪ তারিখের ঢাক্যাবো/রগসুমা/বি-৫৭/১৯০ নং ক্যান্ট বোর্ড পত্র)।

(খ) উক্ত দোকানটি ল্যান্স নায়েক (অবঃ) মোঃ ফিরোজ মিয়া ২৫/৪/২০১৪ তারিখে নোটারীমূলে এবং নগদ ১৮,০০,০০০/- (আঠার লক্ষ) টাকার বিনিময়ে দোকান পরিচালনার জন্য জনাব মোঃ আছাদ উল্লাহ'কে পাওয়ার অব এটর্নী প্রদান করেন। তিনি বিষয়টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে অবহিত করেননি। উক্ত ক্ষমতা বলে জনাব মোঃ আছাদ উল্লাহ ২২/৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত দোকানটিতে নিজে ব্যবসা পরিচালনা করেন (২৫/৫/২০১৪ তারিখের ৮ নং নোটারী সার্টিফিকেট)।

(গ) জনাব মোঃ আছাদ উল্লাহ নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তিনি উক্ত দোকানটি একটি চুক্তিনামার মাধ্যমে নগদ ৬০০০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকার বিনিময়ে জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদার এর নিকট ২৩/৩/২০১৬ হতে ২২/৩/২০১৯ সময় পর্যন্ত বন্ধক প্রদান করেন যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জ্ঞাত নয়। চুক্তিনামায় উক্ত সময় পর্যন্ত জনাব মোঃ আছাদ উল্লাহ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদারের নিকট হতে কোন ভাড়া গ্রহন করবে না মর্মে উল্লেখ আছে (২৭/৩/২০১৬ তারিখের ২২৫ নং চুক্তিপত্র)।

(ঘ) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদার তাঁর বন্ধকী সময়ে ১৪/১১/২০১৬ তারিখে দোকানটি তাঁর মালামালসহ ভাড়ার চুক্তিতে বিধি বহির্ভূতভাবে ২২,৭২,৯৬০/- (বাইশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শত ষাট) টাকা মূল্য নির্ধারণ করে অবসর প্রাপ্ত সার্জেন্ট আঃ করিম এর নিকট পজেশন হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জ্ঞাত নয়। সার্জেন্ট (অবঃ) আঃ করিম তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদার'কে চেকের মাধ্যমে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা ও নগদে ১,০০,০০০/- টাকা প্রদান করেন (২৬/১০/২০১৬ তারিখের চুক্তিপত্র)। ২১০০০০০/- (একুশ লক্ষ) টাকা জনাব মোঃ মান্নান মজুমদার গ্রহণের পর দোকানটি সার্জেন্ট(অবঃ) আঃ করিমকে বুঝিয়ে না দিয়ে সময় ক্ষেপন করতে থাকেন।

(ঙ) সার্জেন্ট (অবঃ) আঃ করিম দোকান বুঝে না পেয়ে টাকা নেয়ার জন্য তাগাদা দেয়। অতঃপর কাফরুল খানার আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মেহেদী হাসান নজরুল, স্থানীয় আলামিন হাফিজিয়া মাদ্রাসার সভাপতি জনাব ফজলুর রহমান মন্টু, স্বর্নালী জুয়েলার্স এর মালিক জনাব সামসুল হক ভূইয়া (বাজার কমিটির সদস্য) এবং অন্যান্য গন্যমান্য উপস্থিতিতে বাজার সালিশীর মাধ্যমে জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদারের নিকট হতে চেকের মাধ্যমে ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা আদায় করা হয় এবং অবশিষ্ট ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকার জন্য মোঃ আব্দুল মান্নান ০২ টি চেক প্রদান করেন (২৭/৩/২০১৬ তারিখের চুক্তিপত্র)। উল্লেখ্য যে, বাজার কমিটি কর্তৃক বিষয়টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর কাছে উত্থাপন করা হয়নি।

(চ) প্রদানকৃত চেক এ পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় ব্যাংক কর্তৃক চেক Dishonour হয় এবং সার্জেন্ট আঃ করিম জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদারের নামে আদালতে মামলা করেন। বর্তমানে মামলাটি চলমান আছে এবং জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদার পলাতক রয়েছেন (মামলার তথ্য নথিতে পাওয়া যায়নি)।

(ছ) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মজুমদার পেশায় একজন ব্যবসায়ী হলেও একজন প্রতারক। ইতিপূর্বেও তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়িক কাজে প্রতারনার আশ্রয় নেন (তদন্ত স্বাপেক্ষে প্রাপ্ত)।

(জ) দোকানের মালিকানা নিয়ে বিবিধ সমস্যার কারণে ১৮/১০/২০১৭ তারিখে দোকানটি সীলগালা করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়।

(ঝ) আমমোক্তার নামার বলে দোকানের মালিক জনাব ফিরোজ মিয়া কর্তৃক আব্দুল মান্নান মজুমদার'কে দোকান বন্ধকী প্রদানের মেয়াদ চুক্তিনামা অনুযায়ী ২২/৩/২০১৯ তারিখ শেষ হয়েছে।

মতামতঃ তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন, পর্যবেক্ষন এবং সংশ্লিষ্টদের জবানবন্দী পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত মতামত পোষণ করেঃ

- ১। দোকানের মালিকানা হস্তান্তর/ ভাড়া প্রদানের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে না জানিয়ে জনাব আব্দুল মান্নান মজুমদার এবং সার্জেন্ট (অবঃ) আব্দুল করিমের মধ্যে উক্ত দোকানটির মালিকানা হস্তান্তর এবং একই সাথে আর্থিক লেনদেন সংগঠিত হয়। সমগ্র বিষয়টি কোন পর্যায়েই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে অবহিত করা হয়নি। ক্ষেত্রে আব্দুল করিম যে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার জন্য আব্দুল করিম ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী মর্মে প্রতিয়মান হয়।
- ২। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বি/৫৭ নং দোকানের ক্রয়সূত্রে মালিক যেহেতু মোঃ ফিরোজ মিয়া এবং তার আম মোস্তার নামার মাধ্যমে যেহেতু জনাব মোঃ আছাদ উল্লাহ আব্দুল মান্নানকে ২৩/৩/২০১৬ হতে ২২/৩/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দোকানটি বন্ধকী প্রদান করেন এবং বায়না চুক্তির মেয়াদ ২২/৩/২০১৯ তারিখে শেষ হওয়ায় দোকানটি খালী করে ক্রয়সূত্রে মালিক জনাব মোঃ ফিরোজ মিয়ার নিকট বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- ৩। দোকানের মালামাল যেহেতু ভাড়াটিয়া আব্দুল মান্নান মজুমদারের সেহেতু দোকানের ভিতরে যেসব মালামাল আছে তা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সিজার লিষ্ট করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- ৪। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ভবিষ্যতে দোকান হস্তান্তরসহ অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তদন্ত দল মত পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে বাজার কমিটি মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে সভায় আলোচনাক্রমে মত প্রকাশ করা হয় যে, যেহেতু রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/৫৭ নং দোকান সামরিক কোটায় বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে ল্যান্স নায়ক (অবঃ) মোঃ ফিরোজ মিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে একাধিক ব্যক্তির নিকট দোকান বিক্রয়/হস্তান্তর করেন এবং বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু উক্ত দোকানের ইজারা বাতিল করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/৫৭ নং দোকানের ইজারা বাতিল করত: পুন:ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৮:

ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

ক্র/নং	প্রট মালিকের নাম	প্রট নম্বর	এলাকার নাম	এমইও/ রাজস্ব শাখার ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১.	এডমিরাল এ এম এম এম আওরঞ্জাবের চৌধুরী	৩০৮	মিরপুর ডিওএইচএস	০২/৫/২০১৯	নতুন ০৭(সাত) তলা (খালি প্রট)। আন্ডারগ্রাউন্ড বেজমেন্ট দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বেজমেন্টে জিম, টেবিল টেনিস, কিছু স্টোরেজ রুম দেখানো হয়েছে।
২.	জনাব আবদুল খালেক খান	৪৯৫	মিরপুর ডিওএইচএস	৩১/৩/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-দ্বিতীয় তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিট, ৪র্থ ও ৫ম তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট)
৩.	গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ ওয়াই এম নাজমুল হক	৫১৬	মিরপুর ডিওএইচএস	৩০/০৪/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (খালি প্রট)
৪.	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) বদরুল মিল্লাত ভূইয়া	৮০৮	মিরপুর ডিওএইচএস	২৪/০১/২০১৯	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-২য় তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিট)
৫.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ ফরিদ আলম	১২৬৯	মিরপুর ডিওএইচএস	১৪/৩/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (০৭ তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ, ৮ম তলার ফাউন্ডেশন দেখানো আছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের আলোচ্য বিষয়-৪২ এর অনুবৃত্তিক্রমে)
৬.	কমান্ডার (অবঃ) বজলুর রহমান	১৩১১	মিরপুর ডিওএইচএস	২৫/৪/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (০৭ তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ। ৮ম তলার ফাউন্ডেশন দেখানো আছে)

৭.	মিসেস রাহেলা আনাম	বি/১৭৯	মহাখালী ডিওএইচএস	২৩/৪/২০১৯	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (০৭ তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণ)
৮.	রিপেঃ জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ এ বি এম আশরাফুজ্জামান	২৯৪	মহাখালী ডিওএইচএস	২৪/৪/২০১৯	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-২য় তলায় এক ইউনিটকে দুই ইউনিটে পরিবর্তন)
৯.	মিসেস সুলতানা মতিন	১৯০	মহাখালী ডিওএইচএস	০৭/৪/২০১৯	নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন (পুরাতন ভবন ভেঙে)
১০.	কামাল উদ্দিন গং	সিবি-১৫	কচুক্ষেত পুরান বাজার	০৭/৪/২০১৯	নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন
১১.	হাসনাত হাবিবা আমিন গং	সিবি- ২১৩/৩	কচুক্ষেত পুরান বাজার	০২/৫/২০১৯	নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন

আলোচনাঃ

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন মহাখালী, বারিধারা ও মিরপুর ডিওএইচএস এবং কচুক্ষেতে পুরান বাজার এলাকার ১১টি প্লটে বাড়ী/ভবন নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নকশাগুলো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বিল্ডিং বাই-লজ অনুযায়ী Set back ঠিক আছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যয়ন দিয়েছেন মর্মে সভাকে জানানো হয়।

সিদ্ধান্তঃ

১৮.১। Land point of view-তে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস ছাড়পত্র সাপেক্ষে ক্রমিক নং- ৩ ও ৯ এ বর্ণিত ০২(দুই)টি প্লটে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্থগিতসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

১৮.২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে ক্রমিক নং-২, ৪ ও ৮ এ বর্ণিত ৩(তিন)টি প্লটে ০৭(সাত) তলা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রতিটি প্লটের সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে।

১৮.৩। ক্রমিক নং-৫ ও ৬ এ উল্লেখিত ২(দুই)টি প্লটের ৭ম তলার উপর ৮ম তলার নকশা অনুমোদনের (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) বিষয়ে (০৭ তলা অনুমোদিত নকশায় ০৮ তলা ফাউন্ডেশনসহ) বিল্ডিং বাইল'জ প্রকাশিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত ভবনের ইতোপূর্বে ৮(আট) তলা ফাউন্ডেশন রয়েছে, সে সমস্ত ভবনের ৮(আট) তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) ক্ষেত্রে এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮.৪। ক্রমিক নং-১ এ উল্লেখিত মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩০৮ নং প্লটে বেজমেন্টসহ নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা,এমএল্ডকিউ পরিদপ্তরের মতামত সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।

১৮.৫। ক্রমিক নং-৭ এ উল্লেখিত মহাখালী ডিওএইচএস এর বি/১৭৯ নং প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণের নকশা এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী ভেটিং এবং ৮ম তলা নির্মাণের গেজেট প্রকাশ সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৮.৬। ক্রমিক নং-১০ ও ১১ এ উল্লেখিত সেনানিবাস সংলগ্ন (চ্যাপ্টার্ড এরিয়া) কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৫ ও সিবি-২১৩/৩ নং প্লটে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএল্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের মতামত/ছাড়পত্র সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি আবেদনকারীগণকে অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা এবং সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকার নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সেনাসদরের মতামত/ছাড়পত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৯: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	নৌসদর দপ্তরসহ বনানী সামরিক কবরস্থানে চলাচলকারী সংযোগ সড়কে দুইটি ডিজিটাল স্পীড চেক রাডার ডিসপ্লে সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪,৬৫,৬৮০/-	বোর্ড তহবিল	নেভাল প্রভেট মার্শাল, ঢাকা বা নৌ জা এর ২৪/৩/২০১৯ এবং ০১/৪/২০১৯ তারিখের পত্র।
২.	শহীদ সরণির আদমজী কলেজের পূর্ব পার্শ্ব হতে শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট এবং স্বাধীনতা সরণিতে অতি প্রয়োজনীয় রোড মার্কিং কাজ।	১,৫৮,২৭৮/-	রাস্তাঘাট মেরামত খাত	লজিস্টিক এরিয়া এমপি ইউনিটের ২৩/৩/২০১৯ তারিখের পত্র।
৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২/সি নং প্লট হতে দক্ষিণ দিকে ১ নং রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ।	১,৯৮,০০০/-	নর্দমা খাত	স্কোয়াডন লীডার (অবঃ) শফিকুল আজম এর ০৪/০১/২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র।
৪.	স্বাধীনতা সরণির পশ্চিম প্রান্তে এবং সামরিক লেনের ফুটপাথ সংলগ্ন জিওএইচএস পাইপের ফেলিং নির্মাণ ও রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন সামরিক লেন মেরামত, কার্পেটিং ও সীলকোট কাজ।	৪,৭৬,৬৪০/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১১/৪/২০১৯ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৫.	সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ২০৪ নং কক্ষের সিলিং নির্মাণ, ২১২, ২০৯, ৩০৭ নং কক্ষ রংকরণ, দরজা মেরামত ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	১,২৭,১৫৫/-	অনুদান	'সভূক্যা' অধিদপ্তরের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী এর চাহিদার প্রেক্ষিতে
৬.	ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় (সিএসডি, এয়ার হেডকোয়ার্টার, বনানী ডিওএইচএস, বনানী সামরিক কবরস্থান, বারিধারা ডিওএইচএস এলাকা) ঝড়ে নিরাপত্তা বাতির পোল ভেঙে যাওয়ায় তা উঠানো, মেরামত, তার টানা ও পুনঃস্থাপন কাজ।	১,৯৯,৯৭৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩১/৩/২০১৯, ০৮/৪/২০১৯ ও ০৯/৪/২০১৯ তারিখে ঝড়ে নিরাপত্তা বাতির পোল ভেঙে গিয়েছে।
৭.	শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ চৌরাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালে বিদ্যমান পুরাতন ৪৮টি এলইডি লাইট মডিউল পরিবর্তন করে আনুষাংগিক মালামালসহ নতুন স্থাপন কাজ।	৯,১৮,০৩২/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (প্রকল্প)	আর্মি এমপি ইউনিটের ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখের পত্র।
৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ২৬/ডি ও ৭ নং রোডের ৬৪ নং স্টাফ কোয়ার্টার এবং অফিস ক্যান্টিনের গ্যাস লাইন মেরামতকরণ কাজ।	৭০,৬৩৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংশ্লিষ্ট বাসায় বসবাসকারীদের ১৭/৪/২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র।
৯.	সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) স্থাপন কাজ।	১,৫৫,৩৫০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঘটনোত্তর অনুমোদন (২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
১০.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯ নং রোডের ড্রেনের স্ল্যাব মেরামতসহ পরিষ্কারকরণ এবং ১৯ নং রোডের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে ১৮ নং রোডের ২৫৫/এ নং প্লটের গেইট পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কারকরণ, উচ্চকরণসহ সম্ভাব্য নির্মাণ।	২,৬৩,২৯৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদের ১৯/৯/২০১৮ তারিখের পত্র
১১.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার বিভিন্ন রোডে গ্লাস বিট সহকারে থার্মো প্লাস্টিক পেইন্ট দ্বারা স্পীড ব্রেকার রংকরণ কাজ।	৪,৪২,৬৮০/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদের ২৭/৪/২০১৯ তারিখের পত্র
১২.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার অনন্যা শপিং কমপ্লেক্স হতে দক্ষিণ দিকে বারিধারা গেইট পর্যন্ত বিদ্যমান ফুটপাথে পেভড টাইলস স্থাপন কাজ।	৫,১৫,১৭৭/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচ উন্নয়ন/বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদের ১২/১১/২০১৮ তারিখের পত্র।
১৩.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার অনন্যা শপিং কমপ্লেক্স হতে দক্ষিণ দিকে বারিধারা গেইট পর্যন্ত রাস্তার পূর্ব পার্শ্ব নিরাপত্তা দেয়াল উচ্চকরণ কাজ।	৪,৮৮,৮০৫/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচ উন্নয়ন/বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদের ১৭/১২/২০১৮ তারিখের পত্র।
১৪.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের স্বাধীনতা চত্বরের বাউন্ডারী ওয়াল, গ্রীল, ০৭টি বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা স্তম্ভের মধ্যে ৬টি মেরামত, ০১টি নতুন নির্মাণ ও অন্যান্য সংস্কার ও রংকরণ কাজ।	১২,৭২,১৯৬/-	বোর্ড তহবিল	সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়ার ১৭/৪/২০১৯ তারিখের পত্র।
১৫.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৪/এ (৩য় তলা পূর্ব পার্শ্ব) নং বাসা সংস্কার ও মেরামতকরণ কাজ।	১,২৫,৪৪১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	বেগম মাহরুফা প্রীতি, সহকারী শিক্ষক, সেনাপল্লী হাইস্কুল এর আবেদনপত্র।
১৬.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং ১/সি বিল্ডিং এর ছাদে পিসিসি ঢালাইকরণ।	২,৩৩,২৩৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মুসলিম মডার্ন একাডেমির ০৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার ১১/১০২০১৭ তারিখের আবেদনপত্র।

John

ho

১৭.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৫/ডি-৫ নং বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৯৫,২৬২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টন কলেজ এর ২১/১২/২০১৭ তারিখের আবেদনপত্র।
১৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ২৫/২-৬(৩য় তলা পূর্ব পার্শ্ব) নং বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,০৪,৫৪০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ডা: সুলতানা শিরিন, মেডিকেল অফিসার, এসকেএমসিবিজিএইচ এর ০৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র।
১৯.	ব্রডওয়ে বিল্ডিং এর সামনে ফুটপাতে ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া গ্রীল, ঈদগাহ মাঠের গ্রীল, ওভারহেড পানির ট্যাংকের সিঁড়ি, কচুক্ষেত পকেট গেইট মেরামত ও শিখা অনির্বানের সম্মুখে সীলকোট করণ কাজ।	১,০৮,৬৩৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২০.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে ৬৪ লাইন ক্ষমতার ইন্টারকম এক্সচেঞ্জ স্থাপন কাজ।	৩,৪৩,০০০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২১.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে সিএস দাগ নং-৩১২২তে ০৪(চার) তলা বিশিষ্ট 'ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেট' এ ৫২ ফুট লম্বা ৫ ফুট প্রশস্ত সাইজের এলইডি এসএস শীটের সহিত এলকোবন অক্ষর দ্বারা সাইন বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪,৯৯,২০০/-	দোকানের সালামী	
২২.	শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত প্রধান সড়কে বিদ্যমান পুরাতন/নষ্ট রোড ডিভাইডারের পরিবর্তে ৫০০টি নতুন রোড ডিভাইডার সরবরাহ।	৭,৮০,০০০/-	বোর্ড তহবিল	আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০৯/৪/২০১৯ তারিখের পত্র।
২৩.	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের অফিস কক্ষ ও সভাকক্ষের জন্য ৩.৫ কেভিএ ক্ষমতার একটি আইপিএস সরবরাহ ও স্থাপন।	১,৯৩,৫০০/-	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত	
২৪.	প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গঠিত টাস্ক ফোর্সের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	২,৯৮,২৫৭/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
২৫.	শহীদ সরণির সৌদি কলোনী বাসস্টপ এবং শহীদ জাহাঙ্গীর গেইটের অগ্রণী ব্যাংক বাসস্টপ সংলগ্ন রাস্তা মেরামত কাজ।	১,৯৯,৮০০/-	রাস্তা-ঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	বিমান বাহিনী বেস বাশার এর ১৮/৪/২০১৯ তারিখের পত্র।
২৬.	সেনাভবন সংলগ্ন শিশু পার্কে ৪টি আধুনিক খেলনা সামগ্রী সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	১৩,১৮,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
২৭.	মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৩,৬০,৫০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২৮.	ঢাকা সেনানিবাস এলাকার নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	৬,৯৮,৩৪৬/-	বিদ্যুৎ শাখার নৈমিত্তিক খাত	

আলোচনাঃ

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক নং-১ এ উল্লেখিত নৌসদর দপ্তরসহ বনানী সামরিক কবরস্থানে চলাচলকারী স্বল্প দৈর্ঘ্যের সংযোগ সড়কে স্পীড চেক রাডার স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় প্রকল্পটি বিবেচনা করা গেল না। অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১৯.১। ক্রমিক ২, ৩, ৬, ৮, ৯, ১৯, ২০, ২৩, ২৪ ও ২৮-এ উল্লেখিত ১০(দশ)টি প্রকল্পের দরপত্র আহবান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৯.২। ক্রমিক নং- ৪, ৫, ২১, ২২ ও ২৬-এ বর্ণিত ৫(পাঁচ)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

১৯.৩। ক্রমিক নং-৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৫ ও ২৭ এ উল্লেখিত ১২(বার)টি প্রকল্প নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক)	সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস।	--	সভাপতি
(খ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(গ)	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য

আলোচ্যবিষয়-২০: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল জব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	শহীদ মঈনুল রোডের ট্রাফিক সিগন্যালের পুরাতন কন্ট্রোলার পরিবর্তন করে নতুন কন্ট্রোলার স্থাপন কাজ।	৮২,০০০/-	আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং	৮১,৭৯৫/-	মেরামত খাত	
২.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ১১ কেডি বিদ্যুৎ লাইনের পুরাতন ডপআউট ফিউজ ও ১১ কেডি গ্যাং আইসুলেটর/ডিসকানেক্টর পরিবর্তন কাজ।	১,২৫,৭৪৬/-	মেসার্স জুয়েল এন্টারপ্রাইজ	১,২৫,৭৪৬/-	মেরামত খাত	
৩.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট বোর্ড জেনাঃ হাসপাতালের ১০০ কেডিএ ০২টি জেনারেটর সার্ভিসিংকরণ এবং জেনারেটর লাইনে সার্কিট ব্রেকার স্থাপন কাজ।	১,২২,৪১২/-	মেসার্স প্রোগ্রেসিভ ইঞ্জিঃ এন্ড কোং	১,২২,২৮৯/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
৪.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ৫০০ কেডিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ওভারহোলিং এবং ট্রান্সফরমার তেল পরিবর্তন কাজ।	১,৯৯,৯৩৬/-	মেসার্স ফারসিয়া ট্রেডিং কোং	১,৯৯,৮৩৬/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
৫.	বনানী সামরিক কবরস্থানে দক্ষিণ পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়ালের কপিং মেরামতসহ চুনকামকরণ কাজ।	৫৬,১৩৩/-	মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ	৫৬,০৭৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৬.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমেটরীর দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণারে রাস্তার পার্শ্ব ময়লার গাড়ি রাখার জন্য খালি জায়গায় সলিংকরণ কাজ।	৮১,৪৫৮/-	মেসার্স দরবার শরীফ এন্টারপ্রাইজ	৮১,৪৫৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৭.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬ নং রোডের ৬৮/এ নং বাসার ফলস সিলিং সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৭৪,৮০৮/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	৭৪,৮০৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ২৫/ডি -৪ নং (নিচতলা) বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪৬,৩১০/-	মেসার্স এ কে কনস্ট্রাকশন	৪৬,৩১০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৯.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৭ নং রোডের ৬৪/সি নং ভবনের ২য় তলা পশ্চিম পার্শ্বের বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,৭৫,১০০/-	মেসার্স আরএস এন্টারপ্রাইজ	১,৭৫,০১২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার রোড নম্বর লিখন এস এস পাইপের ১৮ টি সাইন বোর্ড নির্মাণ ও স্থাপন কাজ।	৫৯,৪০০/-	মেসার্স কাকলী স্যানিটারী	৫৯,৪০০/-	রাস্তাঘাট মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ	
১১.	শহীদ সরণির পটহোল মেরামত, সেনাসদরের সম্মুখে জেরা ক্রসিং মার্কিং, গ্রীল মেরামত, সেনা ভবনের পশ্চিম দিকে গোলাপ বাগানের গেট পিলার নির্মাণ কাজ।	৮২,২৩৮/-	মেসার্স এসএস ট্রেডার্স	৮২,১৫৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	




১২.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেঙ্গী কাজে ব্যবহারের জন্য ০২(দুই)টি ট্রাক্টর এবং ০৬(ছয়)টি ট্রলি ক্রয়করণ।	৭৫,০০,০০০/-	রোজ ইন্টারন্যাশনাল	৭৫,০০,০০০/-	অনুদান	ঘটনোগর অনুমোদন (১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের কার্যবৃত্তিপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
১৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৭ নং রোডের ৬৫/ডি-৩ নং বাসার (নিচতলা উত্তর-পূর্ব পার্শ্ব) ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা গ্রীল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৯৪,১১৭/-	মেসার্স চীন মিয়া ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ	৯৪,১১৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৪.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ স্টাফ কোয়ার্টারের ফ্ল্যাট নং-১ এর মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৭২,৯৬৮/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৭২,৯৬৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৫.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮ নং রোডের স্টাফ কোয়ার্টার নং ৫২/এ(৪র্থ তলা পূর্ব উত্তর পার্শ্ব) মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৩৬,৫৩৩/-	মেসার্স সেফুহরী ইন্টারন্যাশনাল	৩৬,৫৩৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৬.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ৪/ই নং বাসা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,২০,৯৩০/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	১,২০,৯৩০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৭.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারের ১ ও ৫ নং ফ্ল্যাট মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৬৫,৬২৮/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ	৬৫,৬২৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার রোড নং-০৪ এর ২৬/ডি-৪ নং বাসার মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪৪,২৬৫/-	মেসার্স সামি এন্টারপ্রাইজ	৪৪,২৬৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৯.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার রোড নং-০৪ এর ২৬/ডি-৮ নং বাসার মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৫৮,১১২/-	মেসার্স সামি এন্টারপ্রাইজ	৫৭,৯৬৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২০.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রাস্তায় ট্রাফিক দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য ২৭টি ওয়াকিটকি সেট সরবরাহ কাজ।	১৪,৮৫,০০০/-	মেসার্স সজনী এন্টারপ্রাইজ	১৪,৮৫,০০০/-	যানবাহন মামলা নিষ্পত্তি ফান্ড	
২১.	সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের মেইন গেটের পার্শ্ব গার্ডরুম নির্মাণ কাজ।	৫,৩৮,৩২৩/-	মেসার্স এএন্ডভি ব্রাদার্স	৫,৩৮,৩২৩/-	বরাদ্দকৃত অনুদান	
২২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোড হতে ৭ নং রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক (৬ হতে ৬/এ পর্যন্ত উঁচুকরণ) এবং ৫ ও ৬ নং সংযোগ সড়ক, ডেন ও ২৭ নং বাড়ির সামনে রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	১৫,৮২,১৫০/-	মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ	১৫,৮০,৫৬৭/-	বোর্ড তহবিল	
২৩.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের জামে মসজিদের জন্য ডিজিটাল মাইক ক্রয়করণ।	১,৫০,০০০/-	মেসার্স আরএস এন্টারপ্রাইজ	১,৪৯,৮৫০/-	বোর্ড তহবিল	
২৪.	ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কের নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে উন্নয়ন কাজে ব্যবহারের প্রয়োজনে মালামাল ক্রয়করণ।	৬,৯৩,৫৫০/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ (তেজগাঁও)	৬,৯৩,০৫০/-	বোর্ড তহবিল	
২৫.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দাপ্তরিক কাজের জন্য একটি ফটোকপিয়ার ক্রয়করণ কাজ।	-	রাসেদা এক্সিম ইন্টারন্যাশনাল	১,৯৮,৫০০/-	বোর্ড তহবিল	

২৬.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট বোর্ড জেনাঃ হাসপাতালের ল্যাবরেটরী পুরাতন ভবন হতে নতুন ভবনে স্থানান্তরকরণ।	২,০০,০০০/-	মেসার্স সারা এন্টারপ্রাইজ	২,০০,০০০/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
২৭.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদের (আল্লাহ মসজিদ) ০৫ টমী ১৮টি এসি, ০৪টি এয়ার কাটার মেরামত, সার্ভিসিং এবং গ্যাস চার্জকরণ কাজ।	৮৬,৬৯৪/-	মেসার্স সোহানা রেফ্রিজারেশন	৮৬,৬৯০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
২৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় জরুরী পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুরাতন ৮৫ হর্স পাওয়ারের সাবমারসিবল পাম্প মটর মেরামত ও রিওয়েল্ডিং কাজ।	১,৪৬,৬০০/-	মেসার্স বিল্লাল বোরিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	১,৪৬,০০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
২৯.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সিড়ির নিচে বিদ্যুত লাইন, বক্স ও সার্কিট ব্রেকার জলে যাওয়ায় তা পরিবর্তন কাজ।	৭৪,২০০/-	মেসার্স মাসুম ইঞ্জিনিয়ারিং	৭৪,২০০/-	সংশ্লিষ্ট কলেজ তহবিল
৩০.	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার মোয়াজ্জিন কোয়ার্টার মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৬৫,৩৫৮/-	ফার্সিয়া ট্রেডিং কোং	৬৫,৩২৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩১.	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার প্লে গ্রাউন্ড/লোকাল মসজিদ-৩ এর উত্তর পার্শ্বে পম্পাস্টিক ওয়্যারমেসনেট দ্বারা ধোঁকাকরণ কাজ।	১,৯৮,৬৩৮/-	মেসার্স চীন মিয়া ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ	১,৯৮,৬৩৮/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত (মেরামত)
৩২.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস সংলগ্ন ২ নং কোয়ার্টার মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪৭,৪১০/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	৪৭,৪১০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ক্যান্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং-২৫/ডি-৬ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৭৩,৩৯৯/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	৭৩,৩৯৯/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩৪.	স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহীদ সরণি, স্বাধীনতা সরণির রোড মার্কিং, স্টাফ রোড এমপি চেকপোস্টের পূর্বে ও গ্যারিসন সিএসডি পেট্রোল পাম্পের পশ্চিমে পানি নিষ্কাশনের জন্য পিডিসি পাইপ স্থাপন, শহীদ সরণি শহীদ আনোয়ার স্কুলের চৌরাস্তার উত্তরে ও হাজী মহসিনের সম্মুখে ড্রেনের উপর স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	১,১০,২৩৮/-	মেসার্স আরএস এন্টারপ্রাইজ	১,১০,১২৮/৭৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২০ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সম্মুখে দরপত্র বাস্তব খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

- ২০.১। আলোচ্য বিষয়-২০ এর ৩৪(চৌত্রিশ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- ২০.২। ক্রমিক ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ এ উল্লেখিত ২৭(সাতাশ)টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৩। ক্রমিক নং-১২, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ উল্লেখিত ৭(সাত)টি প্রকল্পের দর অনুমোদন, ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- আলোচ্যবিষয়-২১: ঢাকা সেনানিবাস ইমারত নির্মাণ উপ-আইন ২০১৯ এর খসড়া অনুমোদন প্রসংগে।
- আলোচনাঃ গত ২৮ নভেম্বর ১৯৯৪, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, ২৭ জুলাই ২০০৬, ০৯ নভেম্বর ২০১০, ০১ আগস্ট ২০১১ তারিখের বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যার মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাস ইমারত নির্মাণ উপ-আইন বিভিন্ন সময় সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত গেজেটে অননুমোদিত নির্মাণের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, নকশা অনুমোদন ফি, অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্মিত বা নির্মাণাধীন ভবন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের আলোকে কোন নির্দেশনা সংযোজিত নেই। এক্ষেত্রে, ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ এর ২১০ ধারার আলোকে বিদ্যমান ইমারত নির্মাণ উপ-আইনগুলোকে ক্রমবিন্যাস করে যুতদূর সম্ভব রাজউক এর আদলে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। ইমারত নির্মাণ উপ-আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিওএইচএস সেন্ট্রাল কমিটির ৫৫তম সভার আলোচ্যসূচী-৩ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুনভাবে নির্ধারিত ভবনের উচ্চতাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতঃ সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস এর জন্য ইমারত নির্মাণ উপ-আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত খসড়া স্টাফ চ্যানেলে সেনাপ্রধান ও চেয়ারম্যান, ডিওএইচএস সেন্ট্রাল কমিটি'র নিকট নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- সিদ্ধান্তঃ সভায় উপস্থাপিত সংশোধিত ইমারত নির্মাণ উপ-আইনের খসড়ার উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
- আলোচ্যবিষয়-২২: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৩/ডি নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণের জন্য মোহনা ডেভেলোপমেন্টস্ লিঃ এর ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে।
- আলোচনাঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, অত্র দপ্তরের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং- ৪৩/ডি/ ক্যাঃবাঃএঃ/১৮৩ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৩/ডি নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা ভবনের নকশা অনুমোদন করা হয়। নকশা অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক ২৭/০২/২০১৮ তারিখে নির্মাণ কাজের সময়সীমা ১২(বার) মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। উক্ত প্লটে বাড়ি নির্মাণের সময়সীমা ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডেভেলোপার কোম্পানী মোহনা ডেভেলোপমেন্টস্ লিঃ কর্তৃক ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে। অতি বৃষ্টি, কন্ট্রাক্টর পরিবর্তন, পর্যাপ্ত জনবল না পাওয়া ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত তারিখে শেষ করা সম্ভব হয়নি। ডেভেলোপার কোম্পানীর মালিক বিশেষ প্রয়োজনে আমেরিকায় অবস্থান করায় নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য নির্ধারিত তারিখে আবেদন করতে পারেননি। এমতাবস্থায়, কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের সময়সীমা সময়সীমা ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
- সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর ১৩২ ধারার বিধান মোতাবেক প্রথম বারের মতো নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্যবিষয়-২৩: গত ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২২ এর অনুবৃত্তিক্রমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ১১৮৭ নং প্লটে অননুমোদিত নকশা মোতাবেক নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক জুবাইদা বেগম, স্বামী-শহীদ কর্ণেল মসীউর রহমান এর ০৪/৩/২০১৯ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে।
- আলোচনাঃ অত্র দপ্তরের ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-১১৮৭/ডিওএইচএস/মিরপুর/৩২ নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ১১৮৭ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক ০৪/৩/২০১৯ তারিখের আবেদনপত্রে জানিয়েছেন যে অননুমোদিত নকশা মোতাবেক ২০১৮ সালে ৩য় তলা পর্যন্ত শেষ করেছেন। প্লট মালিক নিজ খরচে বাড়ি নির্মাণ করছেন। বর্তমানে আর্থিক সংকটের কারণে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায়, বাড়ির অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য ০৩(তিন) বছর সময় বৃদ্ধির জন্য প্লট মালিক আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২২ এর মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর ১৩২ ধারার বিধান মোতাবেক মিরপুর ডিওএইচএস এর ১১৮৭ নং প্লটে দ্বিতীয় বারের মতো নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৪: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২ নং রোডের ১ নং পানির পাম্পের হাউজে পানি না থাকায় উক্ত স্থানে ১০০০ ফুট গভীরতায় নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের নিমিত্ত ৯২,৩৬,২২১/- (বিরানববই লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত একশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনাঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা বর্তমানে ০৪টি পানির পাম্প বিদ্যমান। ১ নং পাম্পটি ১৯৯৭ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত পাম্পের হাউজিং ২০০ ফুট। পানির লেয়ার না থাকায় ৮ ইঞ্চি ফিল্টারের ভিতরে ৩ ইঞ্চি কলাম পাইপ ঢুকিয়ে ১৫ কিলোওয়াট সাবমারসিবল পাম্প মটর (ছোট পাম্প) স্থাপন করে পানি উত্তোলন করা হতো। পানির লেয়ার না থাকায় উক্ত পাম্প মটর দিয়ে পানি উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত পাম্পটি বর্তমানে অফ মোডে আছে। ৮ নং রোডে অবস্থিত ২ নং পানির পাম্পটি ২০০২ সালে স্থাপিত। যার হাউজিং ৩০০ ফুট। এছাড়াও ৫ নং রোডের ৩ নং পাম্পটি ২০০৮ সালে এবং ১ নং রোডের ৪ নং পাম্পটি ২০১০ সালে ১০০০ ফুট গভীরে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে চালু থাকা ০৩টি (২, ৩ ও ৪ নং) পাম্প দিয়ে যেটুকু পানি পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, রজনীগন্ধা টাওয়ার, মসজিদ, মাদ্রাসা, গুপ টয়লেট, হোটেল, ফ্লাওয়ার বেড, নার্সারী, অফিস, বাংলা, কচুক্ষেত পুরাতন বাজার এবং ধামালকোট এলাকার গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। পানির সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে। এলাকাবাসীর জরুরী পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ নং রোডস্থ ১ নং পানির পাম্পের স্থলে ১০০০ ফুট গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে টেষ্ট বোরিং সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য এমইএস সিডিউল অব রেইটস্ ২০১৬ অনুযায়ী ৯২,৩৬,২২১/- (বিরানববই লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত একশ) টাকার মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় অনুদান/ বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২ নং রোডের ১ নং পানির পাম্পের হাউজে পানি না থাকায় উক্ত স্থানে ১০০০ ফুট গভীরতায় নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের নিমিত্ত ৯২,৩৬,২২১/- (বিরানববই লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত একশ) টাকার মূল্যানুমান নীতিগত অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস এর মাধ্যমে ভেটিং করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৫: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) পুনঃ নির্মাণ কাজের জন্য ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনাঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ)টি ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণ এলাকায় শহীদ সরণির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মসজিদটি দীর্ঘদিন পূর্বের। ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বসবাস করছেন। মুসল্লির সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে জুম্মার সময় মসজিদের ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশি মুসল্লির সমাগম ঘটে। তাছাড়া গাড়ি পার্কিং এর কোন ব্যবস্থা নেই বিধায় রাস্তার উপর গাড়ি পার্কিং করতে হয়। ফলে জন ও যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং গাড়ির দীর্ঘ লাইন শিখা অনির্বাণের নিকট পৌঁছে যায়। উল্লেখ্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ ও উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাগণ পুষ্প স্তবক অর্পণের জন্য ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণে আসেন। সে লক্ষ্যে এলাকার চাহিদা, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পুরাতন মসজিদটি আধুনিকায়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে মূল্যানুমান ও নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। আপাততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকার মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

Tom

W

আলোচ্যবিষয়-২৬: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজীতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন চালুকরণ এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশনের চার্জ ও আয়-ব্যয় নির্ধারণের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) তাঁর ২৫/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/১১০ নং পত্রের মাধ্যমে হাসপাতালের প্যাথলজীতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন চালুকরণ এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশনের চার্জ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। হাসপাতালের প্যাথলজীতে গত ০১/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত হাসপাতালে সেনানিবাসের আশেপাশের হাসপাতালের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে রোগী সেবা প্রদান করে থাকে তথাপি অত্যন্ত শাস্ত্রীয় মূল্যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করছে। নিম্নে অন্যান্য হাসপাতালের হাসপাতালের সাথে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলোঃ-

ক্র/নং	হাসপাতালের নাম	ব্লাড ট্রান্সফিউশন চার্জ	মন্তব্য
১.	এফআইপি, ঢাকা সেনানিবাস।	৮০০.০০	নিজস্ব কনসালটেন্ট দ্বারা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে থাকে বিধায় চার্জ কম
২.	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস।	৯০০.০০	ব্লাড কালেকশন-২০০/- ব্লাড ক্রসম্যাচিং-৭০০/- ৯০০/-
৩.	হাইটেক মাল্টিক্যেয়ার হাসপাতাল	১২০০.০০	
৪.	আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল	১২০০.০০	
৫.	মার্কস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১৪০০.০০	

উক্ত হাসপাতালের প্যাথলজীতে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য যেহেতু নিজস্ব কোন কনসালটেন্ট নেই সেহেতু বাহিরের কনসালটেন্ট দ্বারা পরিচালনা করা হয়। ব্লাড কালেকশন বাবদ-২০০/- এবং ব্লাড ক্রসম্যাচিং বাবদ-৭০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৯০০/- (নয়শত) টাকা ব্লাড ট্রান্সফিউশন চার্জ হিসেবে নেয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র ব্লাড ক্রসম্যাচিং এর চার্জ হতে ৭০/- টাকা হারে প্যাথলজি কনসালটেন্ট-কে প্রদান করা হবে। উক্ত আয় হাসপাতালের ল্যাবরেটরী ফান্ডে জমা করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

২৬:১ সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজীতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন চালুকরণসহ ব্লাড কালেকশন বাবদ-২০০/- টাকা এবং ব্লাড ক্রসম্যাচিং বাবদ-৭০০/- টাকা সর্বমোট ৯০০/- (নয়শত) টাকা ব্লাড ট্রান্সফিউশন চার্জ নির্ধারণের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৬:২ শুধুমাত্র ব্লাড ক্রসম্যাচিং এর চার্জ ৭০০/- (সাতশত) টাকা হতে ৭০/- (সত্তর) টাকা হারে প্যাথলজি কনসালটেন্ট-কে প্রদান করতে হবে।

২৬:৩ হাসপাতালের প্যাথলজির অন্যান্য আয়ের ন্যায় ব্লাড ট্রান্সফিউশন বাবদ আদায়কৃত যাবতীয় আয় বিধি মোতাবেক হাসপাতালের ল্যাবরেটরী ফান্ডে জমা করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৭: রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের কনফারেন্স রুমের জন্য ১৫টি চেয়ার ক্রয়ের নিমিত্ত ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের কনফারেন্স রুমের জন্য অটোবী হতে ১৫টি চেয়ার ক্রয় করতে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয় স্কুলের নৈমিত্তিক খাত (ছ-৬-খ) হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের কনফারেন্স রুমের জন্য অটোবী হতে ১৫টি চেয়ার ক্রয় করতে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত ব্যয় স্কুলের নৈমিত্তিক খাত (ছ-৬-খ) হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৮: মেসার্স নাজিম ট্রেডার্স, প্রোঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ মেসার্স নাজিম ট্রেডার্স, প্রোঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনের সাথে ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামাসহ অন্যান্য চাহিত কাগজপত্রাদি জমা করেছেন।

সিদ্ধান্তঃ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে মেসার্স নাজিম ট্রেডার্স, প্রোঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৯: রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের অনুকূলে জমি বরাদ্দের জন্য 'এ' শ্রেণীর জমি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তরের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর ১৭/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করেন যে, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বিদ্যালয়ের নামে জমি (মেট্রো এলাকার জন্য ২০ শতাংশ এবং পৌর এলাকার জন্য ৩০ শতাংশ) বরাদ্দের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও লগ এরিয়া কমান্ডার মহোদয় কর্তৃক উক্ত স্কুল পরিদর্শনের সময়ে স্কুল-কে সম্প্রসারণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর ধারাবাহিকতায় সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত স্কুলকে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে আলোকে গত ০১/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক ও জনবল সৃষ্টির (মোট-১৪টি পদ) প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত স্কুলটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের জন্য উক্ত স্কুলের অনুকূলে জমি বরাদ্দের প্রয়োজন। উক্ত স্কুলটি 'এ' শ্রেণীর জমির উপর অবস্থিত। স্কুলের নামে জমি বরাদ্দের জন্য 'এ' শ্রেণীর ২২ শতাংশ জমি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল, পোস্তুগোলা, ঢাকার অনুকূলে জমি বরাদ্দের জন্য 'এ' শ্রেণীর ২২ শতাংশ জমি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তরকরণের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা এর মতামত/নির্দেশনার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩০: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাইক্রোবাস নং-ঢাকা মেট্রো-চ-৫১-৫৬১০ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ১,৭৭,৫০০/- (এক লক্ষ সাতাত্তুর হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট
১.	ডেন্টিং ও পেইন্টিং	--	৯,১৪৭০.০০	৯,১৪৭০.০০
২.	সীট কভার	০১সেট	১৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০
৩.	পাপস	০১সেট	৩,৫৫০.০০	৩,৫৫০.০০
৪.	দরজার বোর্ড	০১সেট	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০
৫.	দরজার লক	০২টি	৩,৫৫০.০০	৭,১০০.০০
৬.	সাসপেনশন	০১সেট	৪৯,৭০০.০০	৪৯,৭০০.০০
৭.	ফ্লোরকার্পেটিং	--	৫,৬৮০.০০	৫,৬৮০.০০
			মোট =	১,৭৭,৫০০.০০

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাইক্রোবাস নং-ঢাকা মেট্রো-চ-৫১-৫৬১০ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ১,৭৭,৫০০/- (এক লক্ষ সাতাত্তুর হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় প্রশাসন শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৭৪৯ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ৫৪,০১০/- (চুয়ান হাজার দশ) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট
১.	ফুয়েল পাম্প মেরামত	--	৩২,৬৬০.০০	৩২,৬৬০.০০
২.	স্প্রিংপাতি, বুশ, সন্টারপিন, ইউবল্টু	০৭টি	৩,০৫০.০০	২১,৩৫০.০০
			মোট =	৫৪,০১০.০০

সিদ্ধান্তঃ আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৭৪৯ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ৫৪,০১০/- (চুয়ান হাজার দশ) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বিএএফ বজবন্ধু কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩২: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো-অ-১১-৩৩৯২ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ৩৯,১০৩/- (উনচল্লিশ হাজার একশত তিন) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট
১.	ঢাকারডাম	০২টি	৬৩৯০.০০	১২৭৮০.০০
২.	ব্রেক সু	০১ সেট	৭৫২৬.০০	৭৫২৬.০০
৩.	ইইলসিলেড	০৮টি	১৫০০.০০	১২০০০.০০

৪.	মাষ্টারসিলেভার	০২টি	৬৮০০.০০	৬৮০০.০০
			মোট=	৩৯,১০৬.০০

সিদ্ধান্তঃ

আলোচনান্তে কঞ্জারভেস্পী ট্রাক নং-ঢাকা মেট্রো-অ-১১-৩৩৯২ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্বারা মেরামত কাজের জন্য ৩৯,১০৬/- (উনচল্লিশ হাজার একশত তিন) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বিএটিবি খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৩:

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ০২(দুই)টি ভ্যান গাড়ী সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিটি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হিসেবে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট
১.	ভ্যান গাড়ী	০২টি	৩০,০০০/-	৬০,০০০/-
			মোট=	৬০,০০০/-

সিদ্ধান্তঃ

আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ০২(দুই)টি ভ্যান গাড়ী সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিটি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হিসেবে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত ব্যয় রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৪:

ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রিকশা চলাচলে শৃঙ্খলা ও লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

(ক) প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সেনানিবাস এলাকায় বর্তমানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রিক্সা লাইসেন্স সংখ্যা ১৫৪৫ টি যা হতে ১৬-১৭ বৎসরে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আয় আসে ৩,৮৯,০০০/- (তিন লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা। এ প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে আরো জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে রিকশা লাইসেন্স গ্রহণ করে প্রতিটি লাইসেন্স দৈনিক ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে গ্যারেজ মালিক/রিকশা চালকদের নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়। এ হিসেবে প্রতিটি লাইসেন্স হতে বছরে (৫০/- × ৩০ × ১২ =) ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকা আয় করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করেন ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা। অর্থাৎ ১৫৫৬টি রিকশা লাইসেন্স হতে মধ্যস্বত্বভোগীগণ বছরে ১৮,০০০/- × ১৫৪৫ = ২,৭৮,১০,০০০/- (দুই কোটি আটাত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা আয় করেন।

(খ) ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস এলাকায় রিকশা চলাচলের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, ডিওএইচএস এলাকায় প্রতিটি রিকশা লাইসেন্স টেন্ডারের মাধ্যমে বাৎসরিক ইজারা প্রদান করা হয়, যার সর্বনিম্ন মাসিক ভাড়া ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা। এ প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলের জন্য ১৫০০টি রিকশা লাইসেন্স টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বাৎসরিক (১,৫০০/- × ১৫০০ × ১২ =) ২,৭০,০০,০০০/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা আয় হবে।

সিদ্ধান্তঃ

৩৪.১। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ১,৫৪৫টি রিকশা লাইসেন্স ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ হতে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৪.২। ১০০(একশত)টির স্লটে ১,২০০(এক হাজার দুইশত)টি রিকশা লাইসেন্স ঠিকাদার এর মাধ্যমে ০১(এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হবে।

৩৫.৩। ইজারা গ্রহীতাগণ যে সকল শর্তে সেনানিবাসে রিকশা পরিচালনা করবেন তার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠন করা হলোঃ-

(ক)	ক্যাপ্টেন খন্দকার ফজলে রাবিব মীম, আর্টিলারী লজিস্টিকস্ এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস।	--	সভাপতি
(খ)	জনাব মোঃ ওমর ফারুক রেভিনিউ অফিসার গ্রেড-১, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সহকারী সচিব গ্রেড-১, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য

আলোচ্যবিষয়-৩৫: সেনাভবনের সামনের রাস্তার পার্শ্বে বাগানের জন্য মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৭০,১৫০/- (সত্তর হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	টাকা
১.	রজন গাছ বড় সাইজের টবে	০৯টি	১০৫০.০০	৯৪৫০.০০
২.	দেবদারু গাছ বড় সাইজের টবে	২০টি	৫০০.০০	১০০০০.০০
৩.	ভিটি মাটি টেনি ট্রাকের	০২ ট্রাক	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০
৪.	বরাক বাঁশ	২০টি	৪৫০.০০	৯০০০.০০
৫.	গোবর	০১ ট্রাক	৫০০০.০০	৫০০০.০০
৬.	ঝাড়শলা	১০ কেজি	১০০.০০	১০০০.০০
৭.	হাফ ড্রাম	০২টি	৯০০.০০	১৮০০.০০
৮.	পলিথিন	০১ রোল	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
৯.	ফুলকপি ও বাঁধা কপি বীজ	০৪ প্যাকেট	৭০০.০০	২৮০০.০০
১০.	পাতা বাহার গাছ টবে	১০টি	৫০০.০০	৫০০০.০০
১১.	কাটা মেহেদী গাছ পলি ব্যাগে	৩০টি	৩৫.০০	১০৫০.০০
১২.	টাবগর	০২টি	৬৫০.০০	১৩০০.০০
১৩.	এবোম	০৫ বোতল	৪০০.০০	২০০০.০০
১৪.	ডাইফিন-৫০০মিঃলিঃ	৫০০মিঃলিঃ	২৫০.০০	১২৫০.০০
			মোট=	৭০,১৫০.০০

সিদ্ধান্তঃ

আলোচনান্তে সেনাভবনের সামনের রাস্তার পার্শ্বে বাগানের জন্য মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৭০,১৫০/- (সত্তর হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৬:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ঢাকা মেট্রো-খ-১২-৫৯০৮ নং অফিস কারটি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে মেসার্স আজিজ এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আজিজুর রহমান, বাড়ি নং-৯৯৭, রোড নং-৯/এ, ডিওএইচএস মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ২,০১,০৫০/- (দুই লক্ষ এক হাজার পঞ্চাশ) টাকার সর্বোচ্চ দর অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ঢাকা মেট্রো-খ-১২-৫৯০৮ নং অফিস কারটি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে গত ০৬ মে ২০১৯ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। নির্ধারিত তারিখে জিডিও'র উপস্থিতিতে দরপত্র বাস্তব খোলা হলে মোট ০৩(তিন) দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মেসার্স আজিজ এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আজিজুর রহমান, বাড়ি নং-৯৯৭, রোড নং-৯/এ, ডিওএইচএস মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ২,০১,০৫০/- (দুই লক্ষ এক হাজার পঞ্চাশ) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়।

সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা মেট্রো-খ-১২-৫৯০৮ নং কারটি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে মেসার্স আজিজ এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ- লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আজিজুর রহমান, বাড়ি নং-৯৯৭, রোড নং-৯/এ, ডিওএইচএস মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ২,০১,০৫০/- (দুই লক্ষ এক হাজার পঞ্চাশ) টাকার সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৭:

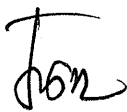
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি নতুন গাড়ী (সেডান) ক্রয়ের নিমিত্ত ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকার কম/বেশী ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশের বৃহত্তর ও প্রথম শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। এর কাজের পরিধি অনেক এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর সেনা এলাকা; বর্ধিত এলাকা; বনানী, মহাখালী, বারিধারা ও মিরপুর ডিওএইচএস; ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা; কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকা; মহাখালী সদর এলাকা, কয়েকটি শপিং কমপ্লেক্স (মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স, রজনীগন্ধা টাওয়ার), রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, ০৬টি স্কুল, ০১টি কলেজ, ০১টি হাসপাতাল, মসজিদ, মাজার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বর্তমান বিদ্যমান জনবল কাঠামো-৮২৯ জন। এছাড়াও আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স, ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো-এর চুক্তিভিত্তিক কঞ্জারভেন্সী কর্মচারী রয়েছে প্রায়-৬০০ (ছয়শত) জন। সেনানিবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের এবং স্ট্রিট লাইট, প্রকল্পজনিত কাজ, সেনানিবাসের নাগরিক সংক্রান্ত সকল সুবিধাদি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রদান করে। যাবতীয় সেবা প্রদান কাজে গতি সঞ্চারের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য ০১ (এক)টি গাড়ী ক্রয় করা অতীব জরুরী। একটি নতুন গাড়ী (সেডান) ক্রয় করতে আনুমানিক ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকার কম/বেশী ব্যয় হবে। এ বিষয়ে সভায় আলোচনাক্রমে, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর হতে অনুদান পাওয়া গেলে, একটি সেডান গাড়ী ক্রয় করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর হতে অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি নতুন গাড়ী (সেডান) ক্রয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।





- আলোচ্যবিষয়-৩৮: ঢাকা সেনানিবাসের ট্রাফিক কেইস অটোমেশন করার জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত ও হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য ৮,৯০,০০০/- (আট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনাঃ ঢাকা সেনানিবাসে মোটরযান আইন অমান্যের জন্য মিলিটারী পুলিশ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট যানবাহনের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয় এবং বিধি মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। সম্প্রতি ট্রাফিক কেইস এর পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাগণকে যথাযথভাবে সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না। তাই কেস প্রদান থেকে শুরু করে কেস নিষ্পত্তি পর্যন্ত সমগ্র বিষয়টি অটোমেশন করা প্রয়োজন। উক্ত কাজের জন্য আনুমানিক ৮,৯০,০০০/- (আট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হবে। নীতিগত অনুমোদনের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাসের ট্রাফিক কেইস অটোমেশন করার জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত ও হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য ৮,৯০,০০০/- (আট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল (যানবাহন মামলা নিষ্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়) হতে সংকুলান করতে হবে।
- ৩৯ বিবিধ-১ : রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৪র্থ তলার ১৯(উনিশ)টি দোকান ভাড়া প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনাঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৪র্থ তলার ৩২ টি দোকানের মধ্যে ১৩টি ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯ (উনিশ)টি দোকান অদ্যাবধি অবিক্রিত আছে। সম্প্রতি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে উক্ত দোকানসমূহ এককালীন জামানতের ভিত্তিতে ভাড়া প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। গত ১০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৪র্থ তলার ১৯(উনিশ)টি দোকান ভাড়া নেয়ার জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য, ভাড়া প্রদানের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত মার্কেটের ৪র্থ তলার প্রতি দোকানের মাসিক ভাড়া ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং জামানত প্রতি দোকানের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা।
- সিদ্ধান্তঃ ১। বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ার এর ৪র্থ তলার ১৯(উনিশ) টি দোকান প্রতিটি মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ভাড়ায় এবং দোকান প্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা (ফেরতযোগ্য) জামানত জমা সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার-কে ০১(এক) বছরের জন্য ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- ২। 'ক্যান্টনমেন্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার' এর নাম থেকে 'ক্যান্টনমেন্ট' শব্দটি বাদ/পরিবর্তন করতে হবে।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট-'ক'

(মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া)
সেক্রেটারি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

ফোনঃ ৯৮৩৫৫৬৫, ই-মেইল : ceocbd@gmail.com

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক
এসজিপি, বিজিবিএম, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- (১) ক্যাপ্টেন এম সাইফুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন
অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (২) গুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আসাদুল করিম, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি
অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৩) কর্ণেল এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন, এসইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৪) লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, পিএসসি, ই বেংগল
সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৫) মেজর মইনুল ইসলাম
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৬) মেজর মির্জা আহমদ সাইফুর রহমান, অর্ডন্যান্স
সিএমটিডি, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৭) কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক
বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৮) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৯) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (১০) ক্যাপ্টেন খন্দকার ফজলে রাবিব মীম, আটিলারী
লজিস্টিকস্ এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

Tom

W